সর্বোচ্চ ২৯.৯
সর্বনিম্ন ২০.০
আলিপুরদুয়ার

বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৯ শতাংশ

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

আমার জেলা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ অক্টোবর ২০১৮ তেরো

আলিপুরদুয়ারে প্রতিমা সাজানোর ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শব্দদানবকে বাঁধতে হুঁশ নেই পুলিশের, চিন্তায় শহরবাসী

আলিপুরদুয়ার, ১১ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোয় আলিপুরদুয়ারে শব্দবিধি পালন নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে তারস্বরে মাইক বা সাউন্ড সিস্টেমের দৌরাত্ম্য রুখতে জেলা পুলিশ প্রশাসন নানা বিধিনিষেধের কথা জানালে এনিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেনি বলে অভিযোগ। এমনকি প্রতিবছর পুজোর আগে জেলাজুড়ে পুজোর সময় শব্দদূষণ রুখতে জেলা পুলিশ প্রশাসন জেলায় মাইক ব্যবসায়ীদের নিয়ে যে বৈঠক করেন এবার তা এখনও পর্যন্ত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। ফলে পুজোর মাত্র চারদিন আগেও জেলার মাইক ব্যবসায়ীরা মাইক ও সাউন্ড সিস্টেমের (ডিজে) ব্যবহার এবং শব্দবিধি পালন নিয়ে পুলিশের তরফ থেকে কোনো নির্দেশিকা না পাওয়ায় রীতিমতো বিড়ম্বনায় পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিকদের আশঙ্কা, পুজোয় মাইক ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবহার নিয়ে জেলা পুলিশের ঢিলেঢালা মনোভাবের জন্য এবার রীতিমতো ভুগতে হতে পারে। বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পুজোতেও মাইক ও সাউন্ড সিস্টেমের যথেচ্ছ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলির মধ্যে তারস্বরে সাউন্ড সিস্টেম (ডিজে) ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে রীতিমতো আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। পুজো এবং প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় যেভাবে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে ব্যবহার সাউন্ড সিস্টেম (ডিজে) বাজানো হয় তা বয়স্কদের কাছে তা রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যধিক শব্দে এই সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবহারে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। পরিবেশ দপ্তরের এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৮৬ ও নয়েজ পলিউশন রুলস, ২০০০-কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেভাবে প্রতিবছর প্রশাসনের নাকের ডগায় এই সাউন্ড সিস্টেম (ডিজে) ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ রয়েছে। প্রতিবছর পুজোর আগে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পুজো কমিটি এবং জেলার মাইক ব্যবসায়ীদের এই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাউন্ড সিস্টেমের (ডিজে) যথেচ্ছ ব্যবহার আটকানো যায়নি। এবার পুজোর আগে পুলিশ প্রশাসন সেই বৈঠকটুকুও না করায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, আশঙ্কা স্থানীয় বাসিন্দাদের। আলিপুরদুয়ার জেলা মাইক ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি তপন সেন বলেন, 'প্রতিবছর পুজোর আগে মাইক ব্যবহার নিয়ে পুলিশ প্রশাসন আমাদের সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানে আমাদের মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দিয়ে দেওয়া হয়।

MOULIN ROCK
CASUALS
SHIRTS from ₹795/-
TROUSERS from ₹995/-

এবার কিন্তু এখনও পর্যন্ত জেলা পুলিশ প্রশাসন এইসব নিয়ে কোনো বৈঠক করেনি এবং নির্দেশিকা দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে আমরা পুজোর সময় মাইক ব্যবহারের বিধি নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছি।'

প্রবীণ নাগরিকদের সংগঠন আলিপুরদুয়ার সিনিয়র সিটিজেন্স ওয়েলফেয়ার ফোরামের সম্পাদক ল্যারি বসু বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন এই নিয়ে ঢিলেঢালা মনোভাব নিলে পরিস্থিতি কিন্তু আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।'

জেলা পুলিশ প্রশাসনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সিংহ বলেন, 'পুজোর মিটিংয়ে সমস্ত পুজোর উদ্যোক্তাদের এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মাইক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক না হলেও তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে পুলিশ আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেবে।'

পুজো এবং প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় যেভাবে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে ব্যবহার সাউন্ড সিস্টেম (ডিজে) বাজানো হয় তা বয়স্কদের কাছে রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যধিক শব্দে এই সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবহারে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।

নজরে জেলা

পাথর কেটে মূর্তি তৈরি করে জয়

মাদারিহাট, ১১ অক্টোবর ঃ যন্ত্রপাতি বলতে দু-তিনটে পেরেক, হাতা, খুন্তির ভেঙে যাওয়া হাতল। এগুলি দিয়েই পাথর খোদাই করে ছোটো মূর্তি তৈরি করে জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪)। তাঁর বাড়ি মাদারিহাটের রবীন্দ্রনগরে। এর পাশাপাশি সে বিভিন্ন ছবিও আঁকে। জয়ের বাবা মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, খুব ছোটোবেলায় জয়ের একটি কিডনি বাদ দিতে হয়। তাই সে ভারী কাজ করতে পারে না। কিন্তু ছোটো থেকেই আঁকার প্রতি তার ঝোঁক। বাড়িতে সে পাথর কেটে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার, দেবদেবীর মূর্তি বানিয়েছে। উন্নত যন্ত্রপাতি না থাকায় একটু সমস্যা হয়। মলয়বাবুর আশা, সরকারি কোনো সাহায্য পেলে জয় তার শৈল্পিক কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। জয় জানায়, পেরেক হাতা-খুন্তির ভাঙা হাতল দিয়েই পাথর কেটে সে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করে। কোনো সাহায্য পেলে সে তার এই কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারবে।

পুজোর থিম 'মা তুমি কার'

ফালাকাটা, ১১ অক্টোবর ঃ ফালাকাটা দেশবন্ধুপাড়ার এবছরের দুর্গাপুজোর থিম 'মা তুমি কার'। ভগীরথ নামে এক বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন যুবকের আর্তনাদই ফুটে উঠবে ওই থিমে। এই অভিনব থিমের পরিকল্পনা দেশবন্ধুপাড়া পুজো কমিটির সদস্য রাজু সাহার। মণ্ডপ তৈরি করছেন পাড়ারই শিল্পী গোপাল সূত্রধর। প্রতিমা তৈরি করছেন ফালাকাটার মৃৎশিল্পী তাপস পাল। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন হরেকৃষ্ণ দাস। মণ্ডপ ও থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থিম সং তৈরি করেছে পাড়ার উঠতি সংগীতশিল্পীরা। পুজো কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য রায় বলেন, 'থিমপুজোর মাধ্যমে আমরা দর্শনার্থীদের সমাজ সচেতনতার বার্তা দিতে চাই।'

দুস্থদের জামাকাপড় বিতরণ সাজুর

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ অক্টোবর ঃ পুজোর আগে উপহার হিসেবে কাপড় বিলি করতে এখন ভীষণ ব্যস্ত ডিমডিমা চা বাগানের বাসিন্দা সাজু তালুকদার। দুটি চা বাগানের দুটি মহল্লার বাসিন্দাদের জামাকাপড় দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। সাজুবাবু জানান, বীরপাড়ার বন্ধ বান্দাপানি চা বাগানের চাইবাসা লাইন ও নাগরাকাটার ক্যারন চা বাগানের কারি লাইনে তিনি জামাকাপড় বিলি করবেন। তিনি সারাবছর ধরেই ওই দুটি মহল্লার বাসিন্দাদের পুরোনো জামাকাপড় দেবেন। এছাড়া, তিনি প্রতিটি উৎসবের আগে মহল্লাবাসীকে উপহার হিসেবে দেবেন নতুন কাপড়। ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি বস্ত্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছেন পেশায় ছোটো গাড়ির চালক সাজু তালুকদার। মানুষের দান করা পুরোনো কাপড়চোপড় দিয়ে ওই ব্যাংক খোলেন তিনি। সাজুবাবু বলেন, 'শুক্রবার ঢেকলাপাড়ার নেপানিয়া ডিভিশনে কাপড় দিতে যাব।'

রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষোভ

মাদারিহাট, ১১ অক্টোবর ঃ মাদারিহাট স্টেশন এলাকা থেকে সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুল হয়ে ছেকামারি ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তাটি বেহাল। প্রধাননগর গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া এই রাস্তাটির দীর্ঘদিন কোনো সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। রাস্তা ভরে গিয়েছে খানাখন্দে। বেশিরভাগ অংশে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। কাছেই রয়েছে সেন্ট ফ্রান্সিস অ্যাকাডেমি নামে একটি স্কুল। প্রচুর ছাত্রছাত্রী ওই রাস্তাটি ব্যবহার করে। স্থানীয়দের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন দাস, বিক্রম ওরাওঁ জানান, হাসপাতাল, বাজার, স্কুলে যেতে হলে সকলকে এই রাস্তাটি ব্যবহার করতে হয়। প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে রাস্তা সংস্কারের জন্য বহুবার আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি। উত্তর ছেকামারির রামপ্রসাদ শর্মা, মধ্য ছেকামারির মিরিল কেরকাট্টা জানান, রাস্তার বেহাল দশার কারণে তাঁদের সমস্যা হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রধাননগরের পঞ্চায়েত সদস্য তথা উপপ্রধান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা জানান, রাস্তাটি জেলাপরিষদের অধীনে রয়েছে। তবে রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। জেলাপরিষদের সদস্যা আশা নার্জিনারি জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।

সাফাই অভিযান

শালকুমারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পার পাতলাখাওয়া গ্রামে সাফাই অভিযান চালান বিজেপির শতাধিক কর্মী। দলের বুথ সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বর্মন জানান, এদিন গোটা গ্রামেই সাফাই অভিযান চালানো হয়। গ্রামের রাস্তার দু-পাশে যত ঝোপজঙ্গল ছিল তা সব কেটে ফেলা হয়েছে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চত্বরের আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় এদিন। বিজেপির এই সাফাই কর্মসূচিতে অংশ নেয় স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংস্থা সবুজ পৃথিবীও।

কৃষক সেলের সদস্যদের প্রচারে নামাবে তৃণমূল

আলিপুরদুয়ার, ১১ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো ও কালীপুজোতে এবার জনসংযোগ বাড়ানোর উপর জোর দিল তৃণমূল। এর জন্য উৎসবের মরশুমে কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ২৫ হাজার সদস্যকে কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা ভোটকে সামনে রেখেই এমন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় জানিয়েছেন। দুর্গাপুজোর ক'দিন কৃষকরা যাতে আনন্দ করার পাশাপাশি মন্দির, প্যান্ডেলগুলিতে গিয়ে তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির প্রচার করেন তার জন্য কৃষকদের নিয়ে খুলি বৈঠক করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই জেলার ছয়টি ব্লকের কৃষকদের নিয়ে খুলি বৈঠক করে কৃষকদের প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও দুর্গাপুজোয় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই বিক্রি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা কার্যালয়ের সামনে স্টল খুলে এই বই বিক্রি করা হবে বলে তৃণমূলের জেলা সভাপতি মোহন শর্মা জানিয়েছেন।

প্রতিটি নির্বাচনেই কৃষকরা বড়ো ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তাই লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে পুজোর সময় কৃষকদের প্রচারে নামাতে চলেছে তৃণমূল। কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'ইতিমধ্যেই জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের সম্মতি নিয়ে লোকসভা ভোটের আগে কৃষকদের প্রচারের কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর জন্য জেলার ছয়টি ব্লকের ১২৫০টি বুথে খুলি বৈঠক করা হয়েছে। প্রায় ২৫ হাজার কৃষককে প্রচারের কাজে নামানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, যুবশ্রী, খাদ্যসাথী সহ কৃষক ভাতার বিষয়ে লিফলেটের মাধ্যমে প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে প্রচার করবেন কৃষকরা।' উৎসবরের এই মরশুমে কৃষকদের কাজে লাগাতে পারলে লোকসভা ভোটে জেতা অনেকটা সহজ হবে বলে প্রসেনজিৎবাবু জানিয়েছেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি মোহন শর্মা বলেন, 'কৃষকদের কাজে লাগানোর পাশাপাশি পুজোর সময় এবার দলনেত্রীর লেখা বই বিক্রি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণ

বারবিশা, ১১ অক্টোবর ঃ সরকারি প্রকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের গুণগত মান বাড়াতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ঠিকাদারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং আইএসজিপিপি-র যৌথ উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় আয়োজিত দুদিনের কর্মশালায় ওই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে আলিপুরদুয়ার-২, কুমারগ্রাম এবং কালচিনি ব্লকের ৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণের শেষ দিন। পুজোর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আলিপুরদুয়ার-১, ফালাকাটা এবং মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের আরও ৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আপাতত একজন করে ঠিকাদার এই বিশেষ প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। পরবর্তীতে অন্যদেরও এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার জেলা আইএসজিপিপি সেলের পরিকল্পনা ও সুশাসন সঞ্চালক সরোজ বর্মা জানান, বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং অফ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রোগ্রামের (আইএসজিপিপি) মধ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে টেকসই স্থায়ী সম্পদ তৈরির জন্য প্রচুর টাকা দেওয়া হচ্ছে। ওই টাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণ, পাকা কালভার্ট নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো বহু উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে এবং টেকসই সম্পদ তৈরি করার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেন বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা। গোটা কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই জেলাশাসকের নির্দেশে ডুয়ার্সকন্যায় এই বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কুমারগ্রামে রাস্তা মেরামত

কুমারগ্রাম, ১১ অক্টোবর ঃ পুজোর মুখে কুমারগ্রাম-জোড়াই রোড সারাইয়ের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি বাসিন্দারা। বুধবার থেকে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। বেশকিছু দিন ধরে রাস্তাটি বেহাল। ছোটো-বড়ো গর্তে ভরে গিয়েছে রাস্তা। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে। বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তর উদ্যোগী হওয়ায় স্বস্তিতে কুমারগ্রামের বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগের সুরে বলছেন, বছরের অধিকাংশ সময়ই রাস্তা খারাপ থাকে। মেরামত করা হলেও টেকে না। কিছুদিন পর ফের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে রাস্তাটি। বারবার রাস্তা ভেঙে যাওয়ার কারণ জানতে সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ার পূর্ত দপ্তরের কনস্ট্রাকশন বিভাগের এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হেমন্তকুমার বিট জানান, সমীক্ষার রিপোর্ট রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। পুজোর মুখে আপাতত রাস্তাটি মেরামত করা হচ্ছে।

স্পিডব্রেকারে রংয়ের প্রলেপ

সোনাপুর, ১১ অক্টোবর ঃ পুজোর মুখে দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার জেলা ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশের তরফে জেলার বেশকিছু স্পিডব্রেকারে রংয়ের প্রলেপ লাগানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে জেলা ট্রাফিক পুলিশ। সোনাপুর-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের সোনাপুর কলোনি মোড় এলাকার দুটি স্পিডব্রেকারের রং উঠে যাওয়ায় মাঝেমধ্যেই সেখানে কমবেশি ছোটোবড়ো দুর্ঘটনা ঘটছিল। এদিন জেলা ট্রাফিক পুলিশ প্রশাসনের তরফে সোনাপুর-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের সবকয়টি স্পিডব্রেকারে সাদা রং করা হয়। জেলা ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি বদিউজ্জামান বলেন, সোনাপুর-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের স্পিডব্রেকারগুলিতে প্রাথমিকভাবে রংয়ের প্রলেপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। পুজোর আগে জেলার বাকি স্পিডব্রেকারগুলিও রং করা হবে।

কুমারী হিসাবে পূজিতা হবে শর্মিষ্ঠা

বীরপাড়া, ১১ অক্টোবর ঃ এবারের পুজোটা একেবারে অন্য রকম ছয় বছর বয়সি ছোট্ট শর্মিষ্ঠা উকিলের। এবার আর পুজো দেখা নয়। এবার দেবীর মতো পূজিতা হবে সে। ফালাকাটার নরসিংহপুরের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সাধনালয় মাতৃ আশ্রমে মহাঅষ্টমীর দিন কুমারী হিসাবে পূজিতা হওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছে শর্মিষ্ঠা।

বীরপাড়া রবীন্দ্রনগর কলোনির বাসিন্দা রতন উকিলের ছয় বছরের শিশুকন্যা শর্মিষ্ঠা উকিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পড়ুয়া। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সাধনালয় মাতৃ আশ্রমের অধ্যক্ষা মাতা অঞ্জলিদেবী বলেন, 'আগে চারদিন কুমারী পুজো হত। কিন্তু গত পাঁচ বছর থেকে শুধুমাত্র মহাঅষ্টমীর দিন কুমারী পুজো করা হয়। তবে, কুমারী হিসাবে যে মেয়েটি পূজিত হবে তাকে কোনো কড়া নিয়মের মধ্যে আমরা রাখি না। সে যা খেতে চায় খাবে।' এজন্য শর্মিষ্ঠা বেশ আনন্দেই আছে।

আশ্রম সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলা পরিচালিত মাতৃ আশ্রম ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমৎ স্বামী দয়ালানন্দ মহারাজ। তবে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পর কয়েক বছরের মধ্যে দেহত্যাগ করেন মহারাজ। এরপর সব দায়িত্ব বর্তায় বাণী মার উপর। সেসময় তিনজন মাতাজি ও দুইজন মহারাজ ছিলেন। প্রধান অধ্যক্ষা পদে ছিলেন বাণী মা। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে দেহত্যাগ করেন তিনি।

এবার বছর ৫২তম বর্ষে পড়ল এই আশ্রমের কুমারী পুজো। মাতা অঞ্জলিদেবী বলেন, 'বর্তমানে আশ্রমে ১৫ জন মাতাজি ও দুইজন মহারাজ রয়েছে। প্রচুর ভক্ত রয়েছেন আশ্রমে। কুমারী পুজো ছাড়াও ফাল্গুন মাসে অষ্টপ্রহর হয়। বর্তমানে কুমারী পুজো নিয়ে আশ্রমে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে।'

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কালচিনি, ১১ অক্টোবর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কালচিনির ভাতখাওয়া চা বাগানের এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ কালচিনি থানায় বিষয়টি জানায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাতখাওয়া চা বাগানের বাজার লাইনের বাসিন্দা ফ্রান্সিস খাড়িয়া (৪৮) জম্মু ও কাশ্মীরে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তিনি বাড়ি এসেছিলেন। চলতি মাসের ১ তারিখ তিনি কর্মস্থলে ফিরে যান। বুধবার সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ফ্রান্সিস। যদিও দুর্ঘটনার বিষয়ে বেশি কিছু জানাতে পারেনি পুলিশ। কালচিনি থানার ওসি লাকপা লামা বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের দেওয়া বার্তা ফ্রান্সিসের পরিবারকে জানানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের জম্মু ও কাশ্মীরে যেতে বলা হয়েছে।

প্রাক্তন উপপ্রধানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মাদারিহাট, ১১ অক্টোবর ঃ মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান সুকুমার দাসের (৫৮) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ সুকুমারবাবুর পরিবারের লোকরা জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া একটি ছোটো গাছে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, আত্মহত্যা করেছেন সুকুমারবাবু।

মৃতদেহ বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

যুব গোষ্ঠীর থিম মহাভারত, ইয়ং বয়েজের সরকারি প্রকল্প

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোয় মহাভারতের ঘটনাবলি মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরে চমক দিতে চাইছে হ্যামিল্টনগঞ্জের মনসাতলার যুব গোষ্ঠী ক্লাব। মহাভারতই তাদের থিম। এ বছর তাদের পুজো ৩০তম বর্ষে পড়ল। মণ্ডপসজ্জায় অভিনব আয়োজনের পাশাপাশি সম্প্রীতির বার্তাও দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। অন্যদিকে, হ্যামিল্টনগঞ্জের স্মরজিৎপল্লির ইয়ং বয়েস ক্লাবের পুজোর মূল আকর্ষণ মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের আদলে তৈরি বিশাল মণ্ডপ। পুজোয় রাজ্য সরকারের প্রায় ২৪টি প্রকল্প দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা। দুই পুজোর উদ্যোক্তাদের আশা, তাঁদের পুজো টেক্কা দেবে হ্যামিল্টনগঞ্জের অন্য পুজোগুলিকে।

যুব গোষ্ঠী ক্লাবের পুজো কমিটির কার্যকরী সভাপতি পরিমল সরকার জানান, তাঁদের পুজোর এ বছর ৩০তম বর্ষ। প্রতি বছর তাঁরা বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করে থাকেন। পরিমলবাবু বলেন, 'এ বছর তাঁদের পুজোর বাজেট ৮ লক্ষ টাকা। পুজোমণ্ডপের ভেতরে থাকছে মহাভারতের প্রেক্ষাপট। থাকবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা থেকে শুরু করে মহাভারতের প্রতিটি পর্বের চিত্ররূপ। যা দেখে দর্শনার্থীরা খুশি হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।' তিনি বলেন, 'পুজোর দিনগুলিতে সকাল থেকে মণ্ডপে গীতাপাঠ চলবে। হ্যামিল্টনগঞ্জের শিল্পী রতন পালের নির্দেশনায় বিশালাকার মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে সানমাইকা দিয়ে। জটেশ্বর থেকে মূর্তি আনা হবে। নবমী পুজোয় থাকবে খিচুড়ি ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা।' তিনি বলেন, 'যুব গোষ্ঠীর পুজোয় জাতীয় সম্প্রীতির এক অনন্য চিত্র ফুটে ওঠে।'

অন্যদিকে, হ্যামিল্টনগঞ্জের স্মরজিৎপল্লির পুজোর এ বছর ৩৮তম বর্ষ। পুজো কমিটির সভাপতি প্রাণকুমার সরকার বলেন, 'দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে পুজো প্রাঙ্গণে ষষ্ঠীতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।' এছাড়াও ষষ্ঠীর দিনেই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে। পুজোয় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে জেলাপরিষদের সভাধিপতি শিলা দাসসরকারকে। এছাড়াও জেলাপরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মোহন শর্মা, কালচিনির বিডিও ভূষণ শেরপা, বিধায়ক উইলসন চম্প্রমারিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পুজোয় ২৪টি সরকারি প্রকল্পের স্টল খোলা হবে। তার মধ্যে অন্যতম কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্প। প্রাণকুমারবাবু জানান, মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের আদলে বিশালাকার মণ্ডপ তৈরি করছেন হাসিমারার শিল্পী সাদ্দাম আনসারি। পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী প্রাণকুমারবাবু।

এই বেহাল রাস্তাটি সংস্কারের দাবি উঠেছে। ছবি ঃ বিপ্লব দাস

চিকেনের বিভিন্ন পদ নিয়ে হাজির

মিট অ্যান্ড ইট

চিকেন বিরিয়ানি, রোল, ফ্রায়েড চিকেন সহ চিকেনের একাধিক সম্ভার নিয়ে এবার আলিপুরদুয়ারে হাজির মিট অ্যান্ড ইট। উৎসবমুখর বাঙালিকে জিভে জল আনা খাবারের স্বাদে তৃপ্ত করতে মিট অ্যান্ড ইটের কর্মীরা প্রস্তুত। আলিপুরদুয়ার মাধব মোড়ে অবস্থিত অত্যাধুনিক, ঝাঁ চকচকে ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট হল মিট অ্যান্ড ইট। সারা ভারতবর্ষে মিট অ্যান্ড ইটের ১৮০টির উপর শাখা রয়েছে। এবার আলিপুরদুয়ার শহরে শাখা খুলল মিট অ্যান্ড ইট ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। এখানে চিকেনের বিভিন্ন জিভে জল আনা পদ পাওয়া যাবে। মিট অ্যান্ড ইটের আলিপুরদুয়ার শাখার কর্ণধার অশোক দাস বলেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে সমস্ত খাবারের দামের উপর আমরা পাঁচ শতাংশ ছাড় দিচ্ছি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং খাবারের গুণগত মান তাঁরা সব সময় বজায় রাখেন। এখানে ফ্রায়েড চিকেন, ফিংগার ফুডস, পিৎজা, মজিটো, বিরিয়ানি, হটডগ, বার্গার সহ নানা খাবার পাওয়া যায়। আমাদের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও আছে। এবার দুর্গাপুজোতে গোটা আলিপুরদুয়ারবাসীকে আমরা মিট অ্যান্ড ইট কোম্পানির তরফে চিকেনের সম্ভার উপহার দিতে প্রস্তুত।'